37877 - কবরিা গুনাহ করলে কি রোযা নষ্ট হয়ে যাবে

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা কি সে ব্যক্তরি রোযা কবুল করবনে; যে ব্যক্তরি ইনভস্টেমন্টে সার্টফিকিটে রয়ছে। সুদি ব্যাংকে তার শয়োররে লনেদনে রয়ছে, তাকে সুদি কারবারি ধরা হয়; নাকি তার রোযা কবুল করবনে না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নশ্চিয় আল্লাহ তাআলা বলনে, "হে ঈমানদারগণ, তোমেরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদরে যে সমস্ত বকয়ো আছ, তা পরত্যিাগ কর, যদি তোমেরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৮]

এটি আল্লাহর পক্ষ থকেে তাঁর বান্দাগণরে প্রতি আহ্বান যনে তারা সুদ ত্যাগ কর, সুদ থকেে দূরে থাক। কনেনা আল্লাহ সুদকে হারাম করছেনে, " আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করছেনে; আর সুদকে হারাম করছেনে" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

সুদ ভক্ষণ মুসলমানদরে লাঞ্ছতি ও অপমানতি হওয়ার অন্যতম কারণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, যদি তোমেরা আইনা ব্যবসা কর, কৃষকিাজ নয়িে সন্তুষ্ট থাক, গরুর লজে ধরে থাক এবং আল্লাহর রাস্তায় জহিাদ করা ছড়েে দাও; তাহলে আল্লাহ তোমাদরে উপর এমন জল্লিতি চাপয়িে দবিনে, যে জল্লিতি থকেে তোমাদরেকে মুক্ত করবনে না; যতক্ষণ না তোমেরা আল্লাহর দ্বীনরে দকিে ফরিে আস।" [সুনানে আবু দাউদ (৩৪৬২); আলবানি 'সলিসলিা সহহিা' গ্রন্থে (১১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

সুদি ব্যাংকরে শয়োর এর ব্যাপারে ইতোপূর্বে বভিন্নি প্রশ্নোত্তরে বস্তিারতি আলোচনা করা হয়ছে।

দখেুন 8590 ও 112445 নং প্রশ্নোত্তর।

তবে যে ব্যক্তি কোন কবরিা গুনাতে লপ্তি হয়ছে- যমেন সুদি ব্যাংকরে শয়োর কনো- এমন ব্যক্তি রোযা রাখলে তার শরয়ি দায় খালাস হব; তবে এতে কমতি থাকব। হতে পারে সে ব্যক্তি রোযা রাখার সওয়াব পাবে না। আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি একটু ভবেে দখেুন তো, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদরে উপর রোযা ফরয করা হয়ছে, যরেূপ ফরজ করা হয়ছেলি তোমাদরে পূর্ববর্তী লোকদরে উপর, যনে তোমেরা তাকওয়াবানহতে পার।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা ফরজ করার উদ্দশ্যে উল্লখে করে দয়িছেনে, সটো হচ্ছ- আল্লাহর নর্দিশে পালন ও নষিধেগুলো বর্জনরে মাধ্যমে

আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা ও মিথ্যা কর্ম ত্যাগ করল না; তার পানাহার ত্যাগ করা তে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” [সহিহ বুখারি (১৯০৩)] অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা পানাহার থেকে উপবাস করব; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমরা আল্লাহকে ভয় করব। যেহেতু আল্লাহ বলছেন, “যেন তোমরা তাকওয়াবানহতে পার”। [দেখুন ‘আল-শারহুল মুমতি (৬/৪৩৫)]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাদিসের বাণী: “قول الزور والعمل به” এর মধ্যে قول الزور দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যা কথা; আর والعمل به বা মিথ্যাকর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যার দাবীর অনুযায়ী কাজ করা।

ইবনুল আরাবী বলেন, এ হাদিসের দাবী হচ্ছে- হাদিসে যে পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি এ পাপ করবে সে রোযার সওয়াব পাবে না। অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লাতে রোযার সওয়াব মিথ্যা ও মিথ্যাকর্মের গুনাহর চেয়ে হালকা।

বায়যাবী (রহঃ) বলেন, নিরেট ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত থাকা রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য নয়; বরং রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- রোযা রাখার মাধ্যমে যৌন চাহিদাকে প্রশমিত করা, নফসে আম্মারাকে নফসে মুতমাইন্নাহর অনুগত করা। যদি এটি হাছিল না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা রোযার প্রতি কবুলের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

এ হাদিসটি দিয়ে দলিল দেয়া হয়ে থাকে যে, এ পাপগুলো রোযাকে অসম্পূর্ণ রাখবে।[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]